# **২০২৩ সালে দেশে ২৭ হাজার ৬২৪ অগ্নিকাণ্ড**

২০২৩ সালে সারাদেশে ২৭ হাজার ৬২৪টি এবং দিনে গড়ে ৭৭টি অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। এই আগুনের ঘটনায় বৈদ্যুতিক গোলযোগ, বিড়ি সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরা, চুলা এবং গ্যাসের লাইন থেকে আগুনের ঘটনা বেশি ঘটেছে। সারাদেশে এই অগ্নিকাণ্ডে ৭৯২ কোটি ৩৬ লাখ ৮২ হাজার ১৪ টাকা সম্পদের ক্ষতি হয় এবং ফায়ার সার্ভিস আগুন নির্বাপণের মাধ্যেমে ১ হাজার ৮০৮ কোটি ৫৩ লাখ ৫০ হাজার ৩২৯ টাকার সম্পদ রক্ষা করে।

এছাড়া অগ্নিকাণ্ডে সারাদেশে ২৮১ জন আহত ও ১০২ জন নিহত হন।

এদিকে আগুন নির্বাপণের সময় ৪৮ জন বিভাগীয় কর্মী আহত এবং অগ্নি নির্বাপণে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় ১ জন কর্মী নিহত হয়েছেন।

কারণ ভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২৭ হাজার ৬২৪টি আগুনের মধ্যে বৈদ্যুতিক গোলযোগে ৯ হাজার ৮১৩টি (৩৫.৫২%), বিড়ি সিগারেট জ্বলন্ত টুকরা থেকে ৪ হাজার ৯০৬টি (১৭.৭৬%), চুলা থেকে ৪ হাজার ১১৭টি (১৫.১১%), ছোটদের আগুন নিয়ে খেলার কারণে ৯২৩টি (৩.৩৪%), গ্যাসের লাইন লিকেজ থেকে ৭৭০টি (২.৭৯%), গ্যাস সিলিন্ডার ও বয়লার বিস্ফোরণ থেকে ১২৫টি (০.৪৫%) এবং বাজি পোড়ানো থেকে ৮৭টি আগুনের ঘটনা ঘটে।

# **বঙ্গবাজার অগ্নিকাণ্ড**

### বঙ্গবাজার অগ্নিকাণ্ড ২০২৩ সালের ৪ এপ্রিল ঢাকার [গুলিস্থানের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8,_%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE) [বঙ্গবাজারে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0)  সংঘটিত হয়।

#### ক্ষয়ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণফায়ার সার্ভিসের ৮ জন আহত

বঙ্গবাজার শপিং কমপ্লেক্সে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১ হাজার কোটি টাকার বেশি ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন।

## **৬ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে, দেরির তিন কারণ জানাল ফায়ার সার্ভিস**

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে তিনটি প্রতিবন্ধকতার কথা বলেছেন মহাপরিচালক। তিনি বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে প্রধান বাধা ছিল উৎসুক জনতা। পানির স্বল্পতা ও বাতাসের কারণেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দেরি হয়েছে।

## **ঢাকার বঙ্গবাজারে মঙ্গলবার ভোরে আগুন লাগার পর তা ছড়িয়ে পড়ে পাশের মার্কেটেও**

ফায়ার সার্ভিসের 50 টি ইউনিটের চেষ্টায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে বঙ্গবাজার মার্কেট, মহানগর মার্কেট, আদর্শ মার্কেট ও গুলিস্তান মার্কেট পুরে ছাই। ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাশের আরও কিছু ভবন।

## **কারণ**

বঙ্গবাজার কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ডের কারণ হিসেবে জ্বলন্ত সিগারেট অথবা মশার কয়েলের কথা বলেছিল [ঢাকা](https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/3wufsp7va2) দক্ষিণ সিটি করপোরেশন গঠিত তদন্ত কমিটি। ফায়ার সার্ভিস গঠিত তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণও প্রায় একই রকমের। তারা বলছে, মশার কয়েলের আগুন বা বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে বঙ্গবাজারে আগুনের সূত্রপাত।

# **২০২২ সালে দেশে ২৪ হাজারের বেশি অগ্নিকাণ্ড, নিহত ৯৮**

২০২২ সালে সারাদেশে ২৪ হাজার ১০২টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৯৮ জন। এছাড়াও আহত হয়েছেন আরও ৪০৭ জন। নিহতদের মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীও রয়েছেন ১৩ জন।

এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৩৪২ কোটি ৫৮ লাখ ৫১ হাজার ৩৮৯ টাকা। আর উদ্ধার করা মালামালের আনুমানিক মূল্য ১,৮০৮ কোটি ৩২ লাখ ৬৪ হাজার ৬৬০ টাকা। এছাড়া ৯ হাজার ৫১৭টি অগ্নিকাণ্ডের অপারেশনে যাওয়ার আগে নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

এসব অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের মধ্যে সাধারণ পুরুষ ৭২ জন ও নারী ১৩ জন রয়েছেন। আর অগ্নিনির্বাপণে গিয়ে দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিহত হয়েছেন ১৩ জন। এছাড়া অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়েছেন মোট ৪০৭ জন। এরমধ্যে সাধারণ পুরুষ ৩০৩ জন এবং নারী ৭৪ জন। আর ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী আহত হয়েছেন ৩০ জন।

# **বেইলি রোড অগ্নিকাণ্ড**

**বেইলি রোড অগ্নিকাণ্ড** হলো বাংলাদেশের রাজধানী [ঢাকা](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE) শহরের [বেইলি রোড](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF_%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A1) এলাকার সংঘটিত হওয়া অগ্নিকাণ্ড। আনুমানিক রাত ৯টা ৫০ মিনিটে  গ্রিন কোজি নামক বহুতল ভবনে ২০২৪ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি রাতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঘটনায় ৪৬ জন মৃত্যুবরণ করেন  ফায়ার সার্ভিসের মোট ১৩টি ইউনিট প্রায় দুই ঘণ্টা পর রাত ১১টা ৫০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

## **কারণ**

নিচতলার 'চুমুক' নামের ছোট একটি চা-কফির দোকানের ইলেকট্রিক চুলায় বৈদ্যুতিক গোলযোগ (শর্টসার্কিট) থেকে পুরো অগ্নিকাণ্ডের থেকে সূত্রপাত হয়।

আগুনের ঘটনায় হতাহতরা আগুনে দগ্ধ হননি, অর্থাৎ তাদের শরীরে পোড়া দাগ নেই। কিন্তু প্রচণ্ড ধোঁয়ায় শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে না পেরে তারা আক্রান্ত হয়েছেন। ভবনে দুটি ছোট লিফট ও একটি সিঁড়ি ছিল। আগুন লাগার পর মানুষ ভবন

থেকে নেমে আসতে পারেননি। মৃত্যুর কারণ বিষাক্ত [কার্বন মনোক্সাইড](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8_%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A1) গ্যাস ছিল বলে ধারণা করা হয়। আহত ব্যক্তিরা ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট কালো ধোঁয়ার মধ্যে আটকে ছিলেন, যা ছিল বিষাক্ত। ভবনটিতে কোনো অগ্নিনিরাপত্তাব্যবস্থা না থাকায় অগ্নিনির্বাপণের কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায়নি

হতাহত ৪ জুন, ২০১০ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ধার তৎপরতা শেষ হয়।

অগ্নিকাণ্ডে ৪৬ জন মারা যায়।এছাড়া আরও ৭৫ জন বিভিন্নভাবে আহত অবস্থায় উদ্ধার হন এবং তাদের মধ্যে ৪২ জনকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়।ঘটনার পর আহতদের মধ্যে [ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C) ৩৩ জন, [শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8_%E0%A6%93_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF_%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%9F) ১০ জন ও পুলিশ হাসপাতালে ১ জন মারা যান। নিহতদের মধ্যে ২০ জন পুরুষ, ১৮ জন নারী ও ৮ জন শিশু রয়েছেন।এছাড়া আহত ২২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানানো হয়।

# **নিমতলি অগ্নিকাণ্ড**

**নিমতলি অগ্নিকাণ্ড** সংঘটিত হয় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে। এই অগ্নিকাণ্ডে নিশ্চিতভাবে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৯।

## **কারণ** দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ার কারণ হিসেবে বাংলাদেশের অগ্নিনির্বাপক সংস্থা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মত:

ভবনসংলগ্ন একটি [বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0) বিস্ফোরিত হলে সেখান থেকে আশেপাশের ভবনগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।  আশেপাশের দোকানগুলোতে থাকা রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে আগুন আরো দ্রুত বিস্তৃত হয়।

## **ক্ষয়ক্ষতি**

অগ্নিকাণ্ডে নিমতলি এলাকার বেশ কয়েকটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং আক্রান্তরা ভবনগুলোতে আটকা পড়েন। ঘটনার দিন রাত ১০:৩০ এর দিকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে এবং এটি তিন ঘণ্টারও বেশি সময় স্থায়ী হয়।এই অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ১১৯ জন মানুষ নিহত হয়, এবং প্রায় শতাধিক মানুষ আহত হন।আক্রান্ত একটি ভবনে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিলো এবং এজন্য সেখানে ছিল অনেক অতিথির সমাগম। ফলশ্রুতিতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাও বেড়ে যায়।একটি ভবনে আগুন ধরে গেলেও মানুষ বের হতে পারেনি কারণ এর জানালা লোহার গ্রিল দ্বারা ঢাকা ছিলো।

আহতদেরকে [ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C) ভর্তি করা হয়। আহতরে মধ্যে অনেকেই ছিলেন অগ্নিদগ্ধ; এছাড়া অনেকে ধোঁয়াজনিত কারণে শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। হাসপাতালের ডাক্তারদের মতা অনুসারে অগ্নিদগ্ধতার কারণে নয়, বরং বেশিরভাগ মৃত্যুই ঘটেছে ধোঁয়াজনিত শ্বাসরুদ্ধতার কারণে।

# **চকবাজার অগ্নিকাণ্ড**

২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ঢাকায় [চকবাজারে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেখানে একটি গ্যাস সিলিন্ডারের বিস্ফোরণ হতে সৃষ্ট আগুন পার্শ্ববর্তী ভবনসমূহে ছড়িয়ে পড়ে এবং বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটার বিস্ফোরিত হয়ে এলাকাটি বিদ্যুৎ-সংযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দমকল বাহিনী পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেও (সরকারি হিসাব মতে) ততক্ষণে ঘটনাস্থলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৭৮ জন মারা যান।

### **কারণ** শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়,

২০ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানীর [পুরান ঢাকার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE) চকবাজার থানার [চুড়িহাট্টা মসজিদ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE_%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A6) সংলগ্ন আসগর লেন, নবকুমার দত্ত রোড ও হায়দার বক্স লেনের মিলনস্থলে একটি প্রাইভেটকারের সিলিন্ডার বিস্ফোরণের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়।সেই আগুনে প্রাইভেটকারের কাছেই থাকা গ্যাস সিলিন্ডারবাহী একটি পিকআপের সিলিন্ডারসমূহও বিস্ফোরিত হয়; বিস্ফোরিত হয় পার্শ্ববর্তী খাবার হোটেলের গ্যাস সিলিন্ডার এবং রাস্তার বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটারও। পুরো এলাকা বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে নিকটস্থ রাজ্জাক ভবন, হাজী ওয়াহিদ ম্যানশনসহ পাঁচটি ভবনে। হাজী ওয়াহেদ ম্যানশনে থাকা পারফিউমের গুদাম ও অন্যান্য দোকানে রাখা প্লাস্টিক গ্রেনুলারসমূহ দাহ্য পদার্থ হিসেবে আগুন ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে।

## **হতাহত**

দমকলবাহিনী ঘটনাস্থল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৭০টি লাশ প্রেরণ করে; আরো ১১টি লাশ বিভিন্নভাবে এসে পৌঁছায়। এছাড়া আহত অগ্নিদগ্ধ ৫২ জনের মধ্যে ৪১ জন প্রাথমিক

# **এফআর টাওয়ার অগ্নিকাণ্ড**

বাংলাদেশের রাজধানী [ঢাকার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE) [বনানীর](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80_%E0%A6%AE%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8) বহুতল বাণ্যিজিক ভবন এফআর টাওয়ারে (ফারুক রূপায়ণ টাওয়ার) ২০১৯ সালের ২৮ মার্চ [বাংলাদেশ সময়](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%AF%E0%A6%BC) দুপুর ১টায় অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়।অগ্নিকাণ্ডে ২৬ জনের মৃত্যু হয় এবং ৭০ জন আহত হন

### কারণ

অগ্নিকাণ্ডের দিন যারা ছিলেন তাঁদের কয়েকজন ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গঠিত তদন্ত কমিটিকে জানায় আটতলা থেকে আগুনের শুরু। তাঁদের আশঙ্কা করে জানায়, বৈদ্যুতিক গোলোযোগ থেকে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কমিটির সাক্ষাৎকারে প্রত্যক্ষদর্শী অন্তত ১২ জন বলেন, আটতলা থেকে আগুন লাগে।

## **হতাহত**

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২৬ জন ব্যক্তি নিহত হন যার মধ্যে একজন শ্রীলঙ্কার নাগরিক ছিলেন।বেশ কিছু মানুষ ভবন থেকে লাফ দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ৭৩ জন আহত হন এবং শতাধিক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে [ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C), [কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2), [ইউনাইটেড হাসপাতাল](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2) ও [অ্যাপোলো হাসপাতালসহ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A7%8B_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2) ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়।